

Teacher's Content

☒ রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্য

◆ রবীন্দ্র পরবর্তী উপন্যাস

◆ ছোট গল্প প্রবন্ধ

☒ রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতা

☒ রবীন্দ্র পরবর্তী নাটক

Content Discussion

রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্য

উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। তাঁর সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি ও মানবজীবন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হলো পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিতা (১৯৩১), আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), ইছামতি (১৯৪৯), অশনি সংকেত (১৯৫৯) প্রভৃতি।

পথের পাঁচালী ও অশনি সংকেত উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়।

বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম 'তৃণাকুর' (১৯৪৩)।

ছোটগল্প: 'মেঘমাল্লার', 'মৌরিফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নর দল', 'বিধু মাস্টার'।

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাসুলী বাঁকের উপকথা'। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসগুলো হলো গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চাঙ্গাম। তাঁর আরও কয়েকটি উপন্যাস হলো- চৈতালী ঘূর্ণি, কালিন্দী, কবি, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি।

তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো হলো জলসাগর, রসকলি, বেদেনী, ডাক হরকরা।

ছোটগল্প: জলসাগর (১৯৩৭), বেদেনী (১৯৪০), পাষণপুরী, নীলকণ্ঠ, ছলনাময়ী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর পিতৃ প্রদত্ত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক নাম মানিক। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব তথা মনোবিকলন তত্ত্বে-উজ্জীবিত হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁকে বলা হয় 'কলম-পেশা-মজুর'। জীবনের প্রথমভাগে তিনি ফ্রয়েডীয় সাহিত্যিক আর শেষভাগে মার্ক্সিস্ট লেখক।

তাঁর প্রথম গল্পের নাম অতসী মামী, প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৩৫)।

তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হলো: জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা (চরিত্র: শশী, কুসুম, মতি, কুমুদ), শহরবাসের ইতিকথা, ইতিকথার পরের কথা, অহিংসা, পদ্মানদীর মাঝি (চরিত্র: কুবের, কপিলা, হোসেন মিয়া), শহরতলী, সোনার চেয়ে দামী, স্বাধীনতার স্বাদ, আরোগ্য ইত্যাদি।

'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ উপন্যাসের উপজীব্য জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ।

তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলো হলো অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক (চরিত্র: ভিখু, পাঁচি), মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ, সমুদ্রের স্বাদ ইত্যাদি।

ছোটগল্প: অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), সরীসৃপ, আজকাল পরশুর গল্প।

বিখ্যাত গল্প : প্রাগৈতিহাসিক, চরিত্র : ভিখু, পাঁচি।

প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫)

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

বুদ্ধদেব বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের কৃতি ছাত্র। বুদ্ধদেব বসু কবিতা, নাটক, উপন্যাস- সাহিত্যের শক্তিশালী এ তিন ধারায় সমান বিচরণ করেছেন। তিনি একচল্লিশটি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রধান উপন্যাস: ‘একদা তুমি প্রিয়ে’ (১৯৩৪), ‘তিথিডোর’ (১৯৪২), ‘মৌলিনাথ’ (১৯৫২), ‘নীলাঞ্জনের খাতা’ (১৯৬০), ‘রাতভরে বৃষ্টি’ (১৯৬৭)।

বুদ্ধদেব বসু একাধিকবার অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ‘রাতভরে বৃষ্টি’ এরূপে অভিযুক্ত একটি গ্রন্থ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

উপন্যাস: লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৮৬)।

✱ **লালসালু:** সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম ‘লালসালু’ (১ম প্রকাশ ১৯৪৮, ২য় প্রকাশ ১৯৬০) উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে যে সব উপন্যাস প্রবল আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছে ‘লালসালু’ তাদের মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত। ধর্মের নামে স্বার্থান্ধ মানুষের কার্যকলাপ এখানে রূপলাভ করেছে। গ্রাম-বাংলার বাস্তব চিত্র অঙ্কনে এ উপন্যাসটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ‘মজিদ’ লালসালু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ধর্মকে ব্যবহার করে মজিদ কীভাবে গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং ধর্মব্যবসার ভিত্তি রচনা করল- এটাই ‘লালসালু’ উপন্যাসের উপজীব্য।

চরিত্র: মজিদ, খালেক ব্যাপারী, জমিলা, রহিমা, হাসুনীর মা, আকাস।

✱ **কাঁদো নদী কাঁদো :** ১৯৬৮ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত চেতনা প্রবাহরীতির একটি উপন্যাস।

বৈশিষ্ট্য: আঙ্গিক প্রকরণে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও এর সমাজজীবন, পরিবেশ ও চরিত্রাদি স্বদেশীয়। শুকিয়ে যাওয়া বাকাল নদীর প্রভাবভাঙিত কুমুরভাঙ্গার মানুষের জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে।

চরিত্র ও বিষয়বস্তু: তবারক ভূইয়া নামে এক স্টিমারযাত্রীর মুখে বিবৃত কুমুরভাঙ্গার ছোট হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনালেখ্য ও জীবনের ইতিকথা এর বিষয়বস্তু।

✱ ‘চাঁদের অমাবস্যা’ মনোসমীক্ষণমূলক উপন্যাস।

ছোটগল্প :

খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থে বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্পে গ্রামবাংলার ধর্মাত্মতা ও কুসংস্কারের বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পসমূহে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর গল্পসমূহ শৈল্পিক বিচারে বিশিষ্টতার দাবিদার।

নয়নচারা (১৯৫১) (চরিত্র : আমু), না কান্দে বুঝ, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫) ইত্যাদি।

নাটক: তরঙ্গভঙ্গ, বহিপীর, উজানে মৃত্যু, সুড়ঙ্গ। ‘বহিপীর’ তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১)

উপন্যাস : সারেং বৌ, সংশপ্তক।

রাজবন্দীর রোজনামা (১৯৬২) এবং পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬) লেখকের বহুল আলোচিত স্মৃতিকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত।

জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)

তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

উপন্যাস: শেষ বিকেলের মেয়ে, আরেক ফাল্গুন, বরফগলা নদী, কত দিন, হাজার বছর ধরে, কয়েকটি মৃত্যু, তৃষ্ণা।

✱ ‘হাজার বছর ধরে’ ১৯৬৪-এ প্রকাশিত হয় এবং একই বছর আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে। এটি জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

✱ ‘আরেক ফাল্গুন’ (১৯৬৮) ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে লিখিত উপন্যাস। উপন্যাসে ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের কাহিনী নির্মাণ করা হয়েছে।

✱ ‘বরফ গলা নদী’ (১৯৬৯) লেখকের বৃহত্তম উপন্যাস।
গল্পগ্রন্থ : সূর্যগ্রহণ (১৯৬৯) (একমাত্র গল্পগ্রন্থ)।

★ ‘সূর্যগ্রহণ’ গল্পে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত তসলিম নামক যুবকের পরিবারের মর্মবিদারক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

★ ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত গল্প।

★ ‘বাঁধ’ গ্রামীণ পটভূমিতে পীরদের ভণ্ডামি নিয়ে রচিত।

জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

উপন্যাস : বোবা কাহিনী।

আনোয়ার পাশা (১৯০৩-১৯৭১)

উপন্যাস: রাইফেল রোটি আওরাত। এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। পঁচিশে মার্চের কালোরাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এ উপন্যাসে তার অনুপঙ্খ বর্ণনা রয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

তিনি হাসির গানের রাজা হিসেবে পরিচিত। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনার নাম ‘দেশে বিদেশে’। ‘চাচাকাহিনী’ তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

গল্পগ্রন্থ: চাচাকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, ধূপছায়া, শবনম, অবিশ্বাস্য, জলে ডাঙ্গায়, চতুরঙ্গ, পরশ পাথর, পাদটীকা ইত্যাদি।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

‘বনফুল’ হল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) এর ছদ্মনাম। তিনি বাংলা জীবনী নাটক রচনার পথিকৃৎ।

উপন্যাস - তৃণখণ্ড, ‘কিছুক্ষণ, সে ও আমি, নির্মোক, জঙ্গম, স্থাবর, লক্ষ্মীর আগমন ইত্যাদি।

বনফুলের মূল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বলাইচাঁদ কিশোর বয়সে ‘বনফুল’ ছদ্মনামে পরিচরিকা, মালঞ্চ ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। ছোটগল্প : তম্বী, উর্মিমালা।

তিনি খুব ছোট আকৃতির (অর্ধপৃষ্ঠা) প্রচুর গল্প লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)

তাঁর ছদ্মনাম ‘পরশুরাম’। তিনি হাস্যরসিক গল্পকার হিসেবে পরিচিত।

আবুল মনসুর আহমদ

একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯)। তিনি বাংলা সাহিত্যে রম্যগল্পের সূত্রপাত করেন। তিনি ‘দৈনিক ইত্তেহাদ’ পত্রিকার (১৯৪৬-১৯৪৮) সম্পাদক ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি যুক্তফ্রন্ট (১৯৫৪) মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ হলো আয়না, ফুড কনফারেন্স, আসমানী পর্দা প্রভৃতি।

তাঁর রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু। শিশু সাহিত্যগুলো হলো ‘গালিভারের সফরনামা’ (১৯৫৯), কাসাসুল আশিয়া (১৯৪৯)।

মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৮)

মোস্তফা চরিত মাওলানা আকরম খাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থটি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

তিনি প্রধানত ভাষাতত্ত্ববিদ।

গ্রন্থ: বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।

অনুবাদ গ্রন্থ: ‘শিকওয়াহ’ ও ‘জওয়াব ই শিকওয়াহ’।

সম্পাদিত পত্রিকা: আড়ুর। তিনি ‘বাংলা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’ সম্পাদনা করেন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)

প্রবন্ধগ্রন্থ : বিদায় হজ্জ, পারস্য প্রতিভা।

মুহম্মদ আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)

তিনি শিক্ষাবিদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত। ‘বিলাতে সাড়ে সাতশ’ দিন তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনী। তিনি সৈয়দ আলী আহসানকে সঙ্গে নিয়ে রচনা করেন ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’।

প্রবন্ধগ্রন্থ: ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য, তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।

ড. মুহম্মদ এনায়েত হক (১৯০৬-১৯৮২)

তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিদগণের সহায়তায় ‘আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ‘বঙ্গ সূফী প্রভাব’ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রবন্ধগ্রন্থ: মনীষা মঞ্জুষা, চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ।

আবু ইসহাক

গল্পগ্রন্থ : হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।

- ★ ‘জোক’ গল্পে শোষক মহাজন ও শোষিত বর্গাচারীদের চিরন্তন বিরোধ চিত্রিত হয়েছে।
- ★ ‘মহাপতঙ্গ’ গল্পটিতে একজোড়া চড়ুই পাখির জবানিতে একদিকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ, অন্যদিকে অভিশাপের কথা বিধৃত হয়েছে।
- ★ আবু ইসহাকের প্রথম গল্প ‘অভিশাপ’ ১৯৪০ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘নবযুগ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কাজী মোতাহার হোসেন

তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা (১৯২৬)। একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, দাবাড়ু, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী। তিনি শিখা (১৯২৭) পত্রিকার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ হলো ‘সঞ্চয়ন’।

ড. কাজী দীন মোহাম্মদ : ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ (চার খণ্ড)।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৪)

তিনি সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি দৈনিক মোহাম্মদী, সওগাত ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আদেশে প্রথম ভাষাশহিদ মিনার উদ্বোধন করেন ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

ইব্রাহিম খাঁ (১৯৯৪-১৯৭৮)

গ্রন্থ : ‘আনোয়ার পাশা’, ‘ইস্তাম্বুলের যাত্রীর পত্র’।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)

মোতাহার হোসেন চৌধুরী বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ‘সংস্কৃতি কথা’ তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। মোতাহার হোসেন চৌধুরী ‘সংস্কৃতি কথা’ প্রবন্ধে সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, “ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।”

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) গ্রন্থ : ‘বাঙালির ইতিহাস’।

আবুল ফজল

আবুল ফজল ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতেন। তিনি ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১)

প্রবন্ধগ্রন্থ: রবি পরিক্রমা, সাহিত্যের নবরূপায়ন, বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার। ‘রবি পরিক্রমা’ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তাঁর কতিপয় প্রবন্ধের সংকলন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পরবর্তী ঔপন্যাসিকের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্য মধুর ও কাব্যধর্মী ভাষায় অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন সত্তায় ধারণ করেছে প্রকৃতি ও নিম্নশ্রেণির মানবজীবন। তাঁর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে গীতিকবির ব্যক্তিত্ব।

✓ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার মুরারিপুর গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর গ্রাম।

✓ তিনি ‘চিত্রলেখা’ (১৯৩০) পত্রিকা এবং হেমন্তকুমার গুপ্তের সাথে ‘দীপক’ (১৯৩০), পত্রিকা সম্পাদন করেন।

✓ ১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় ‘উপেক্ষিত’ নামক গল্প প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

✓ তিনি ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সালে (১৫ কার্তিক, ১৩৫৭) বিহারের ঘাটশীলায় মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহ কী কী?

উত্তর: ‘পথের পাচালী’ (১৯২৯): এটি তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত। মূল চরিত্র: অপু, দুর্গা। উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: বল্লালী বালাই, আমআঁটির ভেঁপু ও অত্রুর সংবাদ। সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

‘অপরাজিত’ (১৯৩১): এটিকে ‘পথের পাচালী’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে (১৩৩৮)।

‘আলোক সারথী’ নামে এ উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল। উপন্যাসের নায়ক অপূর শৈশব ও কৈশোর জীবন, মা সর্বজয়ার মৃত্যু, অপূরার সাথে বিবাহ ও শিশুপুত্র কাজলের মাধ্যমে পুনরায় প্রিয় শৈশবের প্রিয় গ্রাম নিশ্চিন্দিপুুরের স্মৃতিমন্ডন এ উপন্যাসের মূল কাহিনি। অপরাজিত উপন্যাসের একটি অংশ নিয়েই সত্যজিৎ রায় ‘অপুর সংসার’ সিনেমা তৈরি করেছেন।

‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ (১৯৩৫): অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এর কাহিনি।

‘আরণ্যক’ (১৯৩৮): এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে অরণ্যচারী মানুষের জীবন। ভাগলপুরের নিকটবর্তী বনাঞ্চলের মানুষের জীবনের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিচিত্র চরিত্র, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ এ উপন্যাসের মূল কাহিনি।

‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ (১৯৪০): এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজারী ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মানুষের ভালোবাসা অর্জনের কাহিনিই এ উপন্যাসের মূল বিষয়।

‘অনুবর্তন’ (১৯৪২): বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ এ উপন্যাস। গ্রামের মানুষের মধ্যে সামান্য স্বার্থ নিয়ে দলাদলি এবং পরিণামে ট্রাজিক পরিণতিই এ উপন্যাসের মূল সুর।

‘দেবযান’ (১৯৪৪): এটি প্রেমতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব ভিত্তিক উপন্যাস। অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি এর কাহিনি ও চরিত্রবিন্যাসের নিয়ামক।

‘ইছামতি’ (১৯৪৯): ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণ, ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির বাণিজ্য চেতনা এবং নীলচাষের প্রতিবাদ, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা এ উপন্যাসের আলোচ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসের জন্য ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ (মরণোত্তর) লাভ করেন।

[বাজারের অন্যান্য বইয়ে উপন্যাসটির প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ১৯৫০। কিন্তু ‘বাংলা একাডেমি চরিত্রাভিধান’ এ দেওয়া হয়েছে ১৯৪৯।]

‘অশনি সংকেত’ (১৯৫৯): এ উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। এটি ধারাবাহিকভাবে মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

[বাজারে প্রচলিত বইয়ে বলা হয়েছে যে, ঋত্বিক ঘটক এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বাংলাদেশের চিত্রনায়িকা ববিতাকে চলচ্চিত্রে ডব্বরেট ডিগ্রি দেয়া হয়।]

‘বিপিনের সংসার’ (১৯৪১), ‘দম্পতি’ (১৯৫২)।

পথের পাঁচালী (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পথের দাবী (উপন্যাস)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন: ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯)। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায়। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাসের রঞ্জন প্রকাশনালয়, কলকাতা

থেকে। ভাগলপুরে চাকরি করার সময় তিনি এ উপন্যাস রচনা করেন। এ উপন্যাসের পটভূমিতে আছে বাংলাদেশের গ্রাম ও পরিচিত মানুষের জীবন। বহুলী বালাই, আমআঁটির ভেঁপু ও অত্রুর সংবাদ নামে তিনটি ভাগে বিভক্ত এ উপন্যাস। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের প্রধান অংশই হলো একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে শিশুর বেড়ে ওঠা। মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয়। বিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে অপু, অপূর বাবা হরিহর রায়, মা সর্বজয়া, বোন দুর্গা ও দূর সম্পর্কের পিসি ইন্দির ঠাকুরন নিয়ে তাদের জীবন যাত্রার কথাই এই উপন্যাসের মূখ্য বিষয়। দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করে তাদের দিন কাটে। অপু ও দুর্গার মধ্যে খুবই ভাব। তারা ককনো চূপচাপ গাছতলায় বসে থাকে, আর কখনো মিঠাইওয়ালার পিছে পিছে ছোট্টে, কখনো ভ্রাম্যমান বায়োস্কোপ দেখে। একদিন তারা বাড়িতে না বলে ট্রেন দেখার জন্য অনেক দূরে চলে যায়। ভাল কাজের আশায় অপূর বাবা শহরে গেলে তাদের অভাব বেড়ে যায়। এর মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গার জ্বর হয় এবং চিকিৎসার অভাবে দুর্গা মারা যায়। পরে হরিহর বাড়ি ফিরে এলে জীবিকার সন্ধানে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে কাশীর পথে যাত্রা শুরু করে। কাশীতে গিয়ে বসবাস শুরু করার কিছুদিন পর হরিহর মারা গেলে মা সর্বজয়া অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু অপূর মন পড়ে থাকে নিশ্চিন্দপুরে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: অপূর, দুর্গা, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকুরন। এ উপন্যাসটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, ‘এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এ থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই। দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখা দেখিনি।’

প্রশ্ন: ‘অশনি সংকেত’ উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করণ ফল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস কিভাবে শান্ত প্রকৃতির আবহমান গ্রাম বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে, তারই নিখুঁত চিত্রের বর্ণনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অশনি সংকেত’ (১৯৫৯) উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক ‘মাতৃভূমি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের গ্রাম ব্যারাকপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং বনগ্রাম মহকুমা শহর এ উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমি। অতিরিক্ত মুনাসার লোভে বাঙালি কৃষিজীবীরা কেমন হন্য হয়ে উঠেছিল, তারই প্রামাণ্য চিত্র এ উপন্যাস। ‘অনঙ্গবৌ’ নামের চরিত্রটি বাঙালির প্রতিদিনের সুখ-দুঃখময় সংসারেও খুঁজে পাওয়া যায়।

আরণ্য জনপদে (প্রবন্ধ)	আবদুস সাত্তার
আরণ্য সংস্কৃতি (প্রবন্ধ)	আবদুস সাত্তার

আরণ্যক (উপন্যাস)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য রচনাবলি কী কী?

উত্তর: ছোটগল্প: ‘মেঘমাল্লা’ (১৯৩১), ‘মৌরীফুল’ (১৯৩২), ‘যাত্রাবদল’ (১৯৩৪), ‘কিন্নির দল’ (১৯৩৮), ‘পুঁইমাচা’।

আত্মজীবনী: ‘তৃণাকুর’ (১৯৪৩)

ভ্রমণকাহিনি: ‘অভিযাত্রিক’, ‘বনে পাহাড়ে’, ‘হে অরণ্য কথা কও’।

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

০১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘পথের পাঁচালী’ একটি—

ক. নাটক

খ. ভ্রমণকাহিনি

গ. গল্প

ঘ. উপন্যাস

০২. ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের রচয়িতা—

ক. প্যারীচাঁদ মিত্র

খ. বনফুল

গ. সত্যজিৎ রায়

ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

০৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’র প্রকাশকাল—

ক. ১৯১৯

খ. ১৯২৯

গ. ১৯৩৯

ঘ. ১৯৪৯

০৪. ‘অপরাজিত’ উপন্যাসের লেখক—

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. শহীদুল্লা কায়সার

ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

০৫. ‘আরণ্যক’ কার রচনা?

ক. বুদ্ধদেব বসু

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

০৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?

ক. পদশব্দ

খ. আরণ্যক

গ. রজনী

ঘ. অসম বৃক্ষ

০৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?

ক. ইছামতি

খ. ময়ূরকণ্ঠী

গ. ধূপছায়া

ঘ. সংকর সংকীর্তন

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	ক
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সমর্থক, বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক পল্লী কবি জসীমউদ্দীন এর কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটে ছাত্রাবস্থায়। তাঁর রচিত কাব্যগুলোতে গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত

প্রশ্ন: ‘গোরক্ষিণী সভা’ কী?

উত্তর: ১৮৯৩ সালে ভারতে গরু রক্ষার জন্য যে মিশন শুরু হয় তাকে ‘গোরক্ষিণী সভা’ বলে। এ সভার প্রতিষ্ঠাতা মহারাজের সাম্প্রদায়িক নেতা গঙ্গাধর তিলক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘গোরক্ষিণী সভা’র ভ্রাম্যমান প্রচারক হিসেবে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে এর পক্ষে জনমত তৈরি করেন।

চিত্র যে কুশলতার সাথে অঙ্কিত হয়েছে তাতে আধুনিক শিল্প-চেতনার ছাপ সুস্পষ্ট। বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ-সরল প্রাকৃতিক রূপ উপযুক্ত শব্দ, উপমা ও চিত্রের মাধ্যমে তাঁর কাব্যে এক অনন্যসাধারণ মাত্রায় মূর্ত হয়ে উঠে। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত বন্ধের পদক্ষেপ নিলে তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেন।

জসীমউদ্দীন ১ জানুয়ারি ১৯০৩ সালে ফরিদপুরের তাম্বুলখানা

গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন।

পৈতৃক নিবাস- ফরিদপুরের গোবিন্দপুর (বর্তমান- আশ্বিকাপুর)।

প্রকৃত নাম - মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন মোল্লা।

ছদ্মনাম- জমীরউদ্দিন মোল্লা।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর জামাতা।

১৯২১ সালে ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় ‘মিলন গান’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

বাংলা একাডেমি ২০১৯ সাল থেকে ‘কবি জসীমউদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার’ প্রদান করে। প্রথম এ পুরস্কার পান কবি নির্মলেন্দু গুণ।

তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি ডি.লিট (১৯৬৯) ও একুশে পদক (১৯৭৬) পান।

তিনি ১৩ মার্চ, ১৯৭৬ সালে মারা যান। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে ১৪ মার্চ ফরিদপুরের আশ্বিকাপুরে দাদীর কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।

প্রশ্ন: জসীমউদ্দীনকে কী কবি বলা হয় ও কর্মপরিধি কী?

উত্তর: পল্লী কবি। তিনি এম.এ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ১৯৩১-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ

অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কবি জসীমউদ্দীন হল’ আছে।

প্রশ্ন: তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কী?

উত্তর: ‘মিলন গান’ (১৯২১): এটি ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন: তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ কী কী?

উত্তর: ‘রাখালী’ (১৯২৭): এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের ১৮টি কবিতার মধ্যে অন্যতম কবিতা ‘কবর’। এটি কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জসীমউদ্দীন কলেজে অধ্যয়নকালে ‘কবর’ কবিতা রচনা করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। যা তাঁর ছাত্রাবস্থায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

‘নক্সীকাঁথার মাঠ’ (১৯২৯): এটি কবির শ্রেষ্ঠ কাহিনি কাব্য / গাথা কাব্য। এ গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে চাষার ছেলে রূপাই ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রথম পরিচয় থেকে অনুরাগের বিকাশ ও বিবাহ এবং কয়েক মাসের সুখময় জীবনের গল্প এবং দ্বিতীয় ভাগে তাদের বিচ্ছেদ। গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লাস্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এ কাব্যের উপকরণ। ১৯২৮ সালে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার শিলাসী গ্রামে জসীমউদ্দীন ময়মনসিংহ গীতিকার সংগ্রহ করতে আসলে রূপাই নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এ ব্যক্তির বাস্তব জীবনীকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেন ‘নক্সীকাঁথার মাঠ’।

চরিত্র: সাজু, রূপাই। E.Em Milford এটিকে Field of the Embroidery Quit নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

‘সূচয়নী’ (১৯৬১): এটি তাঁর নির্বাচিত কবিতার সংকলন।

‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ (১৯৩৪): এ কাহিনীকাব্য / গাথাকাব্যটি ইউনেস্কোর উদ্যোগে ‘Gypsy Wharf’ (১৯৬৯) নামে অনূদিত হয়।
চরিত্র: সোজন, দুলা।

‘এক পয়সার বাঁশি (১৯৫৬): এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা ‘আসমানী’। আসমানী একটি বাস্তব চরিত্র। ফরিদপুর সদরের ঈশান গোপালু ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামে জসীমউদ্দীনের বড় ভাই রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে তিনি আসমানীর দেখা পান এবং এখানেই বসে তিনি ‘আসমানী’ কবিতাটি রচনা করেন। ৯৭ বছর বয়সে ১৮ আগস্ট, ২০১২ সালে আসমানী মারা যান।

‘বালুচর’ (১৯৩০), ‘ধানক্ষেত’ (১৯৩৩), ‘রূপবতী’ (১৯৪৬), ‘মা যে জননী কান্দে’ (১৯৬৩), ‘মাটির কান্না’ (১৯৫৮), ‘সকিনা’ (১৯৫৯)।

প্রশ্ন: তাঁর নাটকসমূহ কী কী?

উত্তর: ‘বেদের মেয়ে’ (১৯৫১); এটি গীতিনাট্য।

‘পদ্মাপাড়’ (১৯৫০), ‘মধুমালী’ (১৯৫১), ‘পল্লীবধূ’ (১৯৫৬), ‘গ্রামের মায়া’ (১৯৫৯), বাঁশের বাঁশি।

মধুমালী (নাটক)	জসীমউদ্দীন
মধুমালী (নাটক)	কাজী নজরুল ইসলাম

প্রশ্ন: তাঁর ভ্রমণকাহিনি কী কী?

উত্তর: ‘চলে মুসাফির’ (১৯৫২), ‘হলদে পরীর দেশ’ (১৯৬৭), ‘যে দেশে মানুষ বড়’ (১৯৬৮), ‘জার্মানির শহরে ও বন্দরে’ (১৯৭৬)।

প্রশ্ন: জসীমউদ্দীনের অন্যান্য রচনাবলী কী কী?

উত্তর:

উপন্যাস: ‘বোবা কাহিনি’ (১৯৬৪): এ উপন্যাসে মহাজনী শোষণের কারণে গ্রামের প্রান্তিক চাষি আজহারের ভূমিহীন হওয়া, শহরের সুবিধাবাদী উকিল ও ভণ্ড ধার্মিক কর্তৃক মেধাবী বহির নিগ্রহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত। চরিত্র: বহির, আজহার, আরজান, রহিমুদ্দিন।

‘বটুটুবানির ফুল’ (১৯৯০): এটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত উপন্যাস।

শিশুতোষ গ্রন্থ: ‘হাসু’ (১৯৩৮), ‘এক পয়সার বাঁশী’ (১৯৪৯), ‘ডালিমকুমার’ (১৯৫১)।

আত্মজীবনী: ‘জীবনকথা’ (১৯৬৪)।

স্মৃতিকথা: ‘যাদের দেখেছি’ (১৯৫২), ‘ঠাকুর বাড়ির আড়িনায় (১৯৬১)।

গল্পগ্রন্থ: ‘বাঙালীর হাসির গল্প’ (১ম খণ্ড- ১৯৬০, ২য় খণ্ড- ১৯৬৪)।

এ গ্রন্থটি ইউনেস্কোর উদ্যোগে ‘Folk Tales of Bangladesh’ নামে অনূদিত হয়।

গানের সংকলন: ‘রঙ্গিলা নায়ের মাঝি’ (১৯৩৫), ‘গানের পাড়’ (১৯৬৪), ‘জারিগান’ (১৯৬৮)।

বিখ্যাত কবিতা:

‘কবর’: এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘কল্লোল’ পত্রিকায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতাটিতে ১১৮টি পঙ্ক্তি আছে। প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ ‘কবর’ কবিতার মূল বিষয়।

‘আসমানী’: কবিতাটি এক পয়সার বাঁশি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কবির বড় ভাই রাজেন্দ্র সরকারি কলেজের অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদের শ্বশুরবাড়ি ছিল বর্তমান ফরিদপুর সদর উপজেলার ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামে। সেখানে কবি বেড়াতে গিয়ে আসমানীর দেখা পান এবং সেখানে বসেই তিনি ‘আসমানী’ কবিতাটি রচনা করেন। ৯৭ বছর বয়সে আসমানী মৃত্যুবরণ করেন ১৮ আগস্ট, ২০১২ সালে। ‘রাখাল ছেলে’ (রাখালী), ‘নিমন্ত্রণ’ (ধানক্ষেত), ‘মুসাফির’ (বালুচর, ‘ছাষার ছেলে’, ‘পল্লীজননী’।

বিখ্যাত পঙ্ক্তি

- ★ এই খানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। (কবর)
- ★ এতটুকু তারে ঘরে এনেছি সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক। (কবর)
- ★ বাপের বাড়িতে যাইবার কাল কহিত ধরিয়া পায়,
আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গা’। (কবর)
- ★ এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনা মুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে। (কবর)
- ★ কাচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতোন বাছ দু’খান সর’। (রূপাই)
- ★ যে মোরে করিল পথের বিরাগী,
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি। (প্রতিদান)

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

০১. কবি জসীমউদ্দীনের জীবনকাল কোনটি?

- ক. ১৯০৩-১৯৭৬ খ. ১৯১০-১৯৮৭
গ. ১৮৮৯-১৯৬৬ ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৯

০২. বাংলা সাহিত্যে কে ‘পল্লীকবি’ নামে খ্যাত?

- ক. জীবনানন্দ দাশ খ. সুফিয়া কামাল
গ. জাহানারা আরজু ঘ. জসীমউদ্দীন

০৩. পল্লীকবি জসীমউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন—

- ক. নোয়াখালীতে খ. ফরিদপুরে
গ. বরিশালে ঘ. চব্বিশ পরগনায়

০৪. তামুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?

- ক. জসীমউদ্দীন খ. আবুল হাসান
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. শহীদ কাদরী

০৫. জসীমউদ্দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- ক. রাখালী খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. নব্বু কাঁথার মাঠ ঘ. বালুচর

০৬. কোন কাব্যটি পল্লী কবি জসীমউদ্দীনের রচিত?

- ক. চৈতালী খ. রাখালী
গ. ফণি-মনসা ঘ. আলো পৃথিবী

০৭. ‘মা যে জননী কান্দে’ কোন ধরনের রচনা?

- ক. কাব্য খ. উপন্যাস
গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধ

০৮. জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য কোনটি?

- ক. নব্বী কাঁথার মাঠ খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. স কিনা ঘ. রাখালী

০৯. ‘নব্বী কাঁথার মাঠ’ কি ধরনের কাব্য?

- ক. মহাকাব্য খ. গীতিকাব্য
গ. প্রবন্ধকাব্য ঘ. নৃত্যনাট্য

১০. ‘নব্বী কাঁথার মাঠ’ কোন জাতীয় কাব্য?

- ক. কাহিনিকাব্য খ. গাঁথাকাব্য
গ. উপাখ্যান ঘ. চম্পুকাব্য

১১. ‘নব্বী কাঁথার মাঠ’ বইয়ের লেখক কে?

- ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. গোলাম মোস্তফা
গ. জসীমউদ্দীন ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

১২. ‘নব্বী কাঁথার মাঠ’ কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে?

- ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. জসীমউদ্দীন

১৩. Field of the Embroidery Quilt কাব্যটি কবি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ?

- ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. রঙিলা নায়ের মাঝি
গ. নব্বী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী

১৪. জসীমউদ্দীনের কোন কাব্য গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

- ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. বালুচর
গ. নব্বী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী

ঘ. বন্ধু বিচ্ছেদের করুণ কাহিনি

৩৬. 'কবর' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?

- ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. ত্রিপদী

৩৭. 'কবর' কবিতায় কয়টি পঙ্ক্তি রয়েছে?

- ক. ১৩টি খ. ৯৬টি
গ. ১০২টি ঘ. ১১৮টি

৩৮. 'কবর' কবিতার দাদু কোন হাটে তরমুজ বিক্রি করতেন?

- ক. গজনির হাটে খ. শাপলার হাটে
গ. উজানতলীর হাটে ঘ. মেঘনার হাটে

৩৯. 'এতটুকু তারে ঘরে এনেছি সোনার মতন মুখ, পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।' পঙ্ক্তিটি কোন কবির রচনা?

- ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কবি জসীমউদ্দীন
গ. আবদুল কাদির ঘ. সুফিয়া কামাল

৪০. 'বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা আমারে, দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।' পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে?

- ক. জসীমউদ্দীন খ. আবদুল কাদির
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নবীনচন্দ্র সেন

৪১. নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?

- ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সমর সেন
গ. আবুল হোসেন ঘ. জসীমউদ্দীন

৪২. জসীমউদ্দীনের রচনা কোনটি?

- ক. যাদের দেখেছি খ. পথে-প্রবাসে
গ. কাল নিরবধি ঘ. ভবিষ্যতের বাঙালী

উত্তরমালা											
০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ক	০৬	খ
০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক,খ	১১	গ	১২	ঘ
১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ
১৯	খ	২০	খ	২১	খ	২২	খ	২৩	খ	২৪	খ
২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক,গ	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	খ	৩৬	খ
৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	ক	৪১	ঘ	৪২	ক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলোকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিজ্ঞানমন্ড এ লেখক মানুষের মনোজগৎ তথা অন্তর্জীবনের রূপকার

হিসেবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতাত্ত্বিকতা ও মনোবিশ্লেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রগণ্য।

- ✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ মে, ১৯০৮ সালে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস- মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরের মালবদিয়া গ্রাম।
- ✓ তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক নাম মানিক। জন্মপঞ্জিকায় নাম অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ✓ তিনি প্রথমদিকে ফয়েডীয়, পরবর্তীতে মার্কসিজম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
- ✓ তিনি ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সদস্যপদ লাভ করেন।
- ✓ তিনি 'নাবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন।
- ✓ লেখালেখিই ছিল তার প্রধান পেশা ও নেশা। এ জন্য তাকে 'কলম পেশা মজুর' বলা হয়।
- ✓ তিনি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রশ্ন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম প্রকাশিত গল্প কোনটি?

উত্তর: 'অতসী মামী' (বাংলা-১৩৩৫): এটি ডিসেম্বর, ১৯২৮ এবং জানুয়ারি, ১৯২৯ সালে পৌষ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পেই তিনি মানিক নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন। ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাউনিতে প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি ঢাকা পড়ে যায়।

প্রশ্ন: মানিকের উপন্যাসসমূহ কী কী?

উত্তর: 'জননী' (১৯৩৫): এটি তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। এটি নারীর জননী-জীবনের নানা স্তর এবং সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। চরিত্র: শ্যামা।

'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬): জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র এর উপজীব্য। চরিত্র: কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া। উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের চিত্রনাট্য ১৯৫৮ সালে এ.জে. কারদার পরিচালিত উর্দু ছবি 'জাগো হুয়া সাবেরা' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এটি নিয়ে গৌতম ঘোষ ১৯৯২ সালে 'পদ্মা নদীর মাঝি' নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬): কলকাতার এক সাধারণ গ্রাম গাওদিয়া তার সাধারণ মানুষ নিয়ে এ উপন্যাসের পটভূমি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অন্তিম সংকট শশী চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত। লোকায়ত ভাষায় প্রেম নিবেদন করে কুসুম, কিন্তু শশী কাছ থেকে সাড়া

না পাওয়ায় তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে। এ উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র ক্রিয়াশীল থাকলেও তারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি, পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়েছে। এটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।

চরিত্র: শশী, কুসুম।

‘অমৃতস্য পুত্রা’ (১৯৩৮): এটি পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাস।

‘শহরতলী’ (১৯৪০): নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মানুষের জীবনের কাহিনি ও সেই সাথে প্রবৃত্তির নিরাবরণ প্রকাশ, মানুষের আচরণের বলিষ্ঠতা ও কপটতা, ঈর্ষার রূপায়ণ এ উপন্যাসের মূল সুর।

‘অহিংসা’ (১৯৪১): মানুষ যে অজ্ঞাতসারে অনেক অহিংস কাজ করে অথবা হিংসার সাথে অহিংসা যে মানুষের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে, এটি নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত।

‘আরোগ্য’ (১৯৫৩): ‘সামাজিক কারনেই মানুষ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়’ এ তত্ত্বকে ধারণ করেই তিনি রচনা করেন এ উপন্যাসটি। ‘দিবারাত্রির কাব্য’ (১৯৩৫), ‘শহরবাসের ইতিকথা’ (১৯৪৬), ‘চিহ্ন’ (১৯৪৭), ‘চতুষ্কোণ’ (১৯৪৮), ‘জীৱন্ত’ (১৯৫০), ‘সোনার চেয়ে দামী’ (১৯৫১), ‘স্বাধীনতার স্বাদ’ (১৯৫১), ‘ইতিকথার পরের কথা’ (১৯৫২), ‘আরোগ্য’ (১৯৫৩), ‘হরফ’ (১৯৫৪), ‘হলুদ নদী সবুজ বন’ (১৯৫৬), ‘মাণ্ডল’ (১৯৫৬)।

প্রশ্ন: ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: পদ্মা পরবর্তী ধীবর-জীবনকে ভিত্তি করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাস ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ (১৯৩৬)। যৌবনাজ্ঞার সাথে উদরপূতির সমস্যার ভিত্তিতে তিনি এ উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটি ১৯৩৪ সাল থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কুমিল্লার ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি ও মানুষের হাতে নির্ধারিত পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের ধীবর সম্প্রদায়ের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, হিংসা, অসহায়তা ও আত্মরক্ষার তীব্র জৈবিক ইচ্ছার কাহিনি, গরীব মানুষের বেঁচে থাকার আত্মহ ও সাহস, সেই সাথে হোসেন মিয়া নামক এক রহস্যময় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এ উপন্যাসটির মূল বিষয়।

প্রশ্ন: মানিকের গল্পগ্রন্থসমূহ কী কী?

উত্তর: ‘অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প’ (বাংলা-১৩৩৫), ‘প্রাগৈতিহাসিক’ (১৯৩৭), ‘মিহি ও মোটা কাহিনি’ (১৯৩৮), ‘সরীসৃপ’ (১৯৩৯), ‘সমুদ্রের স্বাদ’ (১৯৪৩), ‘বৌ’ (১৯৪৩), ‘ভেজাল’ (১৯৪৪), ‘হলুদ পোড়া’ (১৯৪৫), ‘আজকাল পরশুর গল্প’ (১৯৪৬), ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ (১৯৪৯), ‘ফেরিওয়ালা’ (১৯৫৩)।

প্রশ্ন: মানিকের অন্যান্য রচনাবলি কী কী?

উত্তর: গল্প: ‘প্রাগৈতিহাসিক’ (চরিত্র: ভেখু, পাঁচি), ‘আত্মহত্যার অধিকার’।

প্রবন্ধ: ‘লেখকের কথা’ (১৯৫৭)।

নাটক: ‘ভেটেমাটি’ (১৯৪৬)।

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

০১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ ইজম দ্বারা প্রভাবিত?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ক. রোমান্টিসিজম | খ. ক্লাসিসিজম |
| গ. মার্কজিসম | ঘ. পোস্ট মডার্নিজম |

০২. প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | খ. তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় |
| গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ঘ. বুদ্ধদেব বসু |

০৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. জননী | খ. ময়ূরকণ্ঠী |
| গ. রাতের সমুদ্র | ঘ. অরণ্যের সুর |

০৪. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ কার লেখা?

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ক. মুনীর চৌধুরী | খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| গ. শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় |

০৫. ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি—

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. উপন্যাস | খ. ভ্রমণকাহিনি |
| গ. রম্যরচনা | ঘ. নাটক |

০৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসটির প্রকাশকাল—

- | | |
|---------|---------|
| ক. ১৯৩৬ | খ. ১৯১৩ |
| গ. ১৯২৬ | ঘ. ১৯৪৬ |

০৭. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের উপজীব্য হলো—

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ক. চরবাসীদের দুঃখী জীবন | খ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ |
| গ. চাষী জীবনের করুণ চিত্র | ঘ. মাঝি-মাঝার সংগ্রামশীল জীবন |

০৮. ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ কার রচনা?

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় |

০৯. ‘দিবারাত্রির কাব্য’ কার লেখা উপন্যাস?

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ক. তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় | খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় |
| গ. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় |

১০. ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ গ্রন্থটির রচয়িতা—

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ক. তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় | খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় |

১১. 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?

- ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে?

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. শওকত ওসমান

১৩. 'দিবারাত্রি'-র কাব্য একটি-

- ক. উপন্যাস খ. কবিতার বই
গ. বাড়ির নাম ঘ. নাটক

উত্তরমালা													
০১	গ	০২	ক	০৩	ক	০৪	খ	০৫	ক	০৬	ক	০৭	খ
০৮	খ	০৯	ঘ	১০	খ	১১	খ	১২	ক	১৩	ক		

রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

রূপসী বাংলার কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। তিনি প্রধানত প্রকৃতির কবি।

তাকে আরো যেসব বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয় সেগুলো হলো তিমির হননের কবি, ধূসরতার কবি, নির্জনতার কবি, বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবি। তাঁর জন্মস্থান বরিশালে। তিনি কবি কুসুম কুমারী দাশের ছেলে। জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থগুলো হলো বরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে স্বদেশপ্রেম ও নিসর্গময়তা ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলে মন্তব্য করেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বরাপালক' (১৯২৮)। তিনি এডলার এলান পো-বিরচিত 'টু হেলেন' কবিতা অনুসরণে 'বনলতা সেন' কবিতাটি রচনা করেন। 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেওনাকো তুমি'- তাঁর কবিতার চরণ। 'কবিতার কথা' তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ।

তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হলো: মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৯৯)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা আধুনিক কবিতাস্থানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একজন খ্যাতিমান কবি। তিরিশের পাঁচ-প্রধান কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁকে বলা হয় 'ক্লাসিক কবি'। তাঁর কাব্য-চর্চায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস হচ্ছে- তিনি নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই দর্শন বাংলা কবিতায় এক নতুন সংযোজন।

কাব্যগ্রন্থ: 'তন্ত্রী' (১৯৩০)। অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৬), দশমী (১৯৫৬)।

[প্রথম কাব্যগ্রন্থ তন্ত্রী]

অমিয় চক্রবর্তী

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। খসড়া, একমুঠো, মাটির দেয়াল, অভিজ্ঞান বসন্ত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭)।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ত্রিশের দশকের কবি। তিনি 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

কাব্যগ্রন্থ: মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, মরচে পড়া পেরেকের গান ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাস- তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর; প্রবন্ধ- হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল; নাটক- তপস্বিনী ও তরঙ্গিনী।

পঞ্চপাণ্ডব- জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী- এরা ৫ জন হলেন ত্রিশের দশকের কবি। এরা উচ্চ শিক্ষিত, পাঁচজনই ইংরেজির ছাত্র এবং অরবীন্দ্রিক কাব্যবলয় নির্মাণের চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। এরা বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

তিনি মার্ক্সবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে কিশোর কবি হিসেবে খ্যাত। ১৯৪৭ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য হলো 'ছাড়পত্র'।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

তিনি মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর কবি। ‘সাত সাগরের মাঝি’ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এ কাব্যের উপজীব্য।

কাব্যগ্রন্থ: সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম মুনীরা, মুহূর্তের কবিতা।

শিশুতোষ গ্রন্থ: পাখির বাসা; হরফের ছড়া; ছড়ার আসর।

কাহিনীকাব্য: হাতেম তায়ী।

কাব্যনাট্য: নৌফেল ও হাতেম।

জসীমউদ্দীন

বাংলা সাহিত্যে ‘পল্লিকবি’ অভিধা হলো কবি জসীম উদ্দীনের (১৯০৩-১৯৭৬)। ‘কবর’ কবিতা রচনার মাধ্যমেই তিনি কবি প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেন। যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ ক্লাসের ছাত্র তখন এটি রচনা করেন ও কবিতাটি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাব্যগ্রন্থ: নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), মা যে জননী কাঁন্দে (১৯৬৩)।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাখালী’ (১৯২৭)। ‘কবর’ কবিতাটি ‘রাখালী’ কাব্যের অন্তর্গত। ‘কবর’ কবিতাটি কল্লোল পত্রিকায় ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় ১১৮টি পঙক্তি রয়েছে। কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

রূপাই, সাজু চরিত্র দু’টি ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাব্যের (১৯২৯)। এ কাব্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ই. এম. মিডফোর্ড, ‘ফিল্ড অব দি এমব্রয়ডার্ড কুইল্ট’ নামে। গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কাব্যের নায়ক ও নায়িকা সোজন ও দুলী। ‘চলে মুসাফির’ জসীম উদ্দীনের ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনা। তাঁর একমাত্র উপন্যাসের নাম ‘বোবা কাহিনী’ (১৯৬৭)। ‘রঙিলা নায়েব মাঝি’ তাঁর গানের সংকলন। ‘পদ্মাপার’, ‘মধুমালা’, ‘বেদের মেয়ে’, ‘গাজন চরের কাইজ্যা’ তাঁর রচিত নাটক। বিখ্যাত ‘আসমানী’ কবিতাটি তাঁর ‘এক পয়সার বাঁশি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

সমর সেন

চল্লিশের দশকর এই কবিকে ‘নাগরিক কবি’ বলা হয়। তাঁর কবিতার একটি বিখ্যাত উক্তি : ‘আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুসম বসন্ত’।

বন্দে আলী মিয়া (১৯৩৭-১৯৭৯)

কাব্যগ্রন্থ : ময়নামতীর চর, পদ্মা নদীর চর

সুফী মোতাহার হোসেন (১৯০৭-১৯৭৫)

কাব্যগ্রন্থ : সনেট সংগ্রহ, সনেট সম্বলন, সনেট শতক, সনেট মালা।

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)

বাংলা সাহিত্যে ছান্দসিক কবি হলেন আবদুল কাদির।

তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ দিলরুবা, উত্তর বসন্ত।

রবীন্দ্র পরবর্তী নাটক

ইব্রাহীম খাঁ

নাটক : কাফেলা, কামাল পাশা, আনোয়ারা।

জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

নাটক : পদ্মাপার (১৯৫০), মধুমালা (১৯৫১), বেদের মেয়ে (১৯৫১),

পল্লীবধূ (১৯৫৬), গ্রামের মেয়ে (১৯৫৯)।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫)

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫)

রূপক নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮)।

ঐতিহাসিক নাটক : সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)।

জীবনী নাটক : মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)।

মুনীর চৌধুরী

তিনি ১৯৭১ সালে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একজন।

মৌলিক নাটক: কবর, রক্তাক্ত, চিঠি, পলাশীর ব্যারাক, দণ্ডকারণ্য, নষ্ট ছেলে, মানুষ, দণ্ড, দণ্ডধর।

অনূদিত নাটক: মুখরা রমণী বশীকরণ, রূপার কৌটা, কেউ কিছু বলতে পারে না, ওথেলো (অসমাপ্ত) প্রভৃতি।

★ ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ নাটকের মূল উপজীব্য হলো ১৭৬১ সালে সংঘটিত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

★ ‘কবর’ নাটকের মূল বিষয়বস্তু হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি কারাগারে বসে তিনি একদিনে নাটকটি রচনা করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

ঔপন্যাসিক হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নাটকে রেখেছেন আপন প্রতিভার স্বাক্ষর। ‘বহিপীর’ তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক। এ নাটকে সমাজজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।

নাটক: সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), বহিপীর (১৯৬৫), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬), উজানে মৃত্যু (১৯৬৬), একটি কিশোর নাটক।

(শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩))

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)

নাটক : মসনদের মোহ, আনারকলি, সরফরাজ খাঁ, নবাব আলীবর্দী।

তুলসী লাহিড়ী : নাটক : ছেঁড়া তার।

Teacher-Student Work

০১. ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের রচয়িতা-

- ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বনফুল
গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

০২. ‘অপরাজিত’ উপন্যাসের লেখক কে?

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শিহীদুল্লাহ কায়সার

০৩. কবি গোলাম মোস্তফা পরলোকগমন করেন-

- ক. ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর
খ. ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর
গ. ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর
ঘ. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর

০৪. ‘বিশ্বনবী’ গ্রন্থের রচয়িতা কে?

- ক. ফররুখ আহমেদ খ. আকরাম খাঁ
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. গোলাম মোস্তফা

০৫. ‘আবে-হায়াত’ গ্রন্থের রচয়িতা-

- ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
গ. আবুল মনসুর আহমদ ঘ. আবুল ফজল

০৬. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকাল কোনটি?

- ক. ১৮২৪-১৮৭৩ খিঃ খ. ১৮৫৬-১৯৩৭ খিঃ
গ. ১৮৬১-১৯৪১ খিঃ ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৬ খিঃ

০৭. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান-

- ক. কুমিল্লা খ. ত্রিশাল গ. বর্ধমান ঘ. চট্টগ্রাম

০৮. কবি জসিমউদ্দিনের জীবনকাল কোনটি?

- ক. ১৯০৩-১৯৭৬ ইং খ. ১৮৮৯-১৯৬৬ ইং
গ. ১৮৯৯-১৯৯৭ ইং ঘ. ১৯১০-১৯৮৭ ইং

০৯. কাজী নজরুল ইসলামের পর সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করে-

- ক. আবু সায়ীদ আইউব খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. জসীম উদদীন ঘ. আহসান হাবীব

১০. 'দেশে বিদেশে' বইটির লেখক কে?

- ক. মুনীর চৌধুরী খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. কবি আবদুল কাদের

১১. বুদ্ধদেব বসু কোন দশকের কবি হিসেবে খ্যাত?

- ক. ত্রিশ দশকের খ. পঞ্চাশ দশকের
গ. ষাট দশকের ঘ. চল্লিশ দশকের

১২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল-

- ক. ১৯৩৬ সালে খ. ১৯১৩ সালে
গ. ১৯২৬ সালে ঘ. ১৯৪৬ সালে

১৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ ইজম দ্বারা প্রভাবিত?

- ক. রোমান্টিসিজম খ. ক্লাসিসিজম
গ. মার্কসিজম ঘ. পোস্ট মডার্নিজম

১৪. বেগম সুফিয়া কামাল কোন ধরনের কবি?

- ক. মহাকবি খ. গীতিকবি গ. পল্লীকবি ঘ. ছিন্দের কবি

১৫. 'জাহান্নাম হতে বিদায়' উপন্যাসটির লেখক কে?

- ক. আবু রুশদ খ. শওকত ওসমান
গ. আহসান হাবিব ঘ. আবুল ফজল

১৬. সৈয়দ আলী আহসানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-

- ক. ইডিপাস খ. একক সন্ধ্যায় বসন্ত
গ. পাখীর বাসা ঘ. বলাকা

১৭. লালসালু উপন্যাসের রচনাকাল কোনটি?

- ক. ১৯৪৩ খ. ১৯৪৮ গ. ১৯৫১ ঘ. ১৯৭০

১৮. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে?

- ক. জহির রায়হান খ. শিশির ভাদুরী
গ. শওকত ওসমান ঘ. মুনীর চৌধুরী

১৯. 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

- ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা?

- ক. নাটক খ. উপন্যাস গ. কাব্য ঘ. ছোট গল্প

২১. 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসটি লিখেছেন?

- ক. আনিস চৌধুরী খ. আবু ইসহাক
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

২২. শহীদ বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার পেশায় কি ছিলেন?

- ক. সাংবাদিক খ. আমলা
গ. রাজনীতিবিদ ঘ. প্রকৌশলী

২৩. কোনটি ঐতিহাসিক নাটক? [১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. শর্মিষ্ঠা খ. রাজসিংহ
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. পলাশীর যুদ্ধ

২৪. কোনটি ইব্রাহিম খাঁর গ্রন্থ নয়? [১৪তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. আনোয়ার পাশা খ. ইস্তাখুল যাত্রীর পত্র
গ. কুচবরণ কনো ঘ. সোনার শিকল

২৫. কোন কাব্যটি পল্লি কবি জসীমউদ্দীন রচিত?

[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. চৈতালী খ. রাখালী গ. ফনিমনসা ঘ. আলো পৃথিবী

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

০১. কোনটি জসীমউদ্দীনের রচনা? [৩৮তম বিসিএস]
ক. গাজী মিয়াঁর বস্তানী খ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান ঘ. ঠাকুরবাড়ির আঙিনা
০২. 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'-গানটির রচয়িতা কে? [৩৮তম বিসিএস]
ক. লালন শাহ খ. হাসন রাজা
গ. পাগলা কানাই ঘ. রাধারমণ দত্ত
০৩. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? [৩৮তম বিসিএস]
ক. কলকাতা খ. ঢাকা গ. লন্ডন ঘ. মুর্শিদাবাদ
০৪. মুনীর চৌধুরীর 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি- [৩৮তম বিসিএস]
ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প গ. প্রবন্ধ ঘ. অনুবাদ নাটক
০৫. 'চাচা কাহিনী'র লেখক কে? [১১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. দিলারা হাশেম
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. সরদার জয়েনউদ্দিন
০৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' নামক উপন্যাসের উপজীব্য- [১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. মাঝি-মাঝার সংগ্রামশীল জীবন
খ. চাষী জীবনের করুণচিত্র
গ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ
ঘ. চরবাসীদের দুঃখী জীবন
০৭. 'নদী ও নারী' কার রচনা? [২০তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. কাজী আবদুল ওদুদ খ. আবুল ফজল
গ. শামসুদ্দিন আবুল কালাম ঘ. হুমায়ুন কবির
০৮. 'সংশ্লিষ্ট' কার রচনা? [২০তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. মুনীর চৌধুরী খ. শহীদুল্লাহ কায়সার
গ. জহির রায়হান ঘ. শওকত ওসমান
০৯. কোনটা ঠিক? [২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট (উপন্যাস) খ. কাঁদো নদী কাঁদো (কাব্য)
গ. বহিপীর (নাটক) ঘ. মহাশাশান (নাটক)
১০. 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা- [২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]
ক. আনোয়ার পাশা খ. জহির রায়হান
গ. সত্যেন সেন ঘ. আবু জাফর শামসুদ্দীন
১১. 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]
ক. কাজী মোতাহার হোসেন খ. আবুল হুসেন
গ. কাজী আবদুল ওদুদ ঘ. কাজী আনোয়ারুল কাদির
১২. 'জয়গুন'- কোন উপন্যাসের চরিত্র? [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. জননী খ. সূর্যদীঘল
গ. সারেং বৌ ঘ. হাজার বছর ধরে
১৩. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির পটভূমিকা হলো- [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ খ. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ. একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন ঘ. কোনটিই নয়
১৪. বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. অগ্নিস্বাক্ষী খ. চিলেকোঠার সেপাই
গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. অনেক সূর্যের আশা
১৫. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস? [৩২তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস কোনটি? [৩২তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. আরেক ফাল্গুন খ. জীবন ঘষে আগুন

- গ. নন্দিত নরকে ঘ. পিঙ্গল আকাশ
১৭. 'মোস্তফা চরিত' প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িতা কে? [১১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. মাওলানা আকরম খাঁ খ. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
গ. এস ওয়াজেদ আলী ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই
১৮. 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থের প্রবন্ধকার কে? [১১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. হাজী দানেশ খ. মাওলানা আকরম খাঁ
গ. আবুল মনসুর আহমদ ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
১৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত- [১২তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. ভাষাতত্ত্ববিদ খ. সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ. ইসলাম প্রচারক ঘ. সমাজ সংস্কারক
২০. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা? [২১তম ও ২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ আবদুল হাই
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
২১. কোন গ্রন্থটির রচয়িতা এস ওয়াজেদ আলী? [২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে খ. ভবিষ্যতের বাঙালি
গ. উন্নত জীবন ঘ. সভ্যতা
২২. বাংলা একাডেমির 'আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা কে করেন? [২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ এনামুল হক
গ. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই
২৩. কোনটি মুহম্মদ এনামুল হকের রচনা? [২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. ভাষার ইতিবৃত্ত খ. আধুনিক ভাষাতত্ত্ব
গ. মনীষা মঞ্জুষা ঘ. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
২৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম- [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাংলা সাহিত্যের কথা
গ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঘ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
২৫. সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি? [৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. পঞ্চতন্ত্র খ. কালাস্তর
গ. প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘ. শাস্ত্র বঙ্গ
২৬. কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয়? [৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. চৌরসন্ধি খ. ক্রীতদাসের হাসি
গ. ভেজাল ঘ. বনি আদম
২৭. কোনটি উপন্যাস নয়?
ক. দিবরাত্রির কাব্য খ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. কবিতার কথা ঘ. পথের পাঁচালী
২৮. "ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।"- কে বলেছেন? [৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. কাজী আব্দুল ওদুদ
২৯. মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান খ. আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
গ. ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা ঘ. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব
৩০. 'রূপসী বাংলার কবি কে? [১২তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. জসীমউদ্দীন
৩১. জীবনানন্দ দাশের রচিত কাব্যগ্রন্থ- [১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. নিরলোকে দিব্যরথ
গ. একক সন্ধ্যায় বসন্ত ঘ. উত্তর ফাল্গুনী
৩২. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? [১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. জিজীর - কাজী নজরুল ইসলাম
খ. সাত সাগরের মাঝি- ফররুখ আহমদ
গ. দিলরুবা - আব্দুল কাদির
ঘ. নূরনামা - আবদুল হাকিম
৩৩. জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান কোথায়? [১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. বরিশাল জেলা খ. ফরিদপুর জেলা
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. আবুল হোসেন
৩৪. 'সিরাজম মুনীরা' কাব্যের রচয়িতার নাম- [১৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. তালিম হোসেন খ. ফররুখ আহমদ
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. আবুল হোসেন
৩৫. 'সাত সাগরের মাঝি' কার রচনা?
[২২তম ও ২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. গোলাম মোস্তফা খ. বন্দে আলী মিয়া
গ. আহসান হাবীব ঘ. ফররুখ আহমদ
৩৬. কখনো উপন্যাস লেখেননি- [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. বুদ্ধদেব বসু
৩৭. জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. ধূসর পাভুলপি খ. কবিতার কথা
গ. ঝরা পালকের কবি ঘ. দুর্দিনের যাত্রী
৩৮. কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত? [৩৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. হরতাল খ. পালাবদল গ. উত্তীর্ণ পঞ্চাশে ঘ. অস্থিষ্ট সম্পর্ক
৩৯. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকের নাট্যকার কে? [১০তম, ১৮তম, ও ২১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. কবীর চৌধুরী খ. মুনীর চৌধুরী
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. মুনতাসির মামুন

৪০. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক কোনটি? [৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. কবর খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ. জন্ম ও বিবিধ বেলুন ঘ. ওরা কদম আলী
৪১. কোনটি জসিম উদদীনের নাটক? [৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. রাখালী খ. মাটির কান্না
গ. বেদের মেয়ে ঘ. বোবা কাহিনী
৪২. মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি? [৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. কবর খ. চিঠি
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. মুখরা রমনী বশীকরণ
৪৩. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক — [৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. সুবচন নির্বাসনে খ. রক্তাক্ত প্রান্তর
গ. নুরুলদীনের সারা জীবন ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

উত্তরমালা									
০১	ঘ	০২	ক	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	ক
০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক
২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ক
২৬	গ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	ঘ
৩৬	গ	৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	খ	৪০	ক
৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ				

জেনে রাখা ভালো

০১. বনফুলের প্রকৃত নাম
— বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
০২. অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'
— উপন্যাস।
০৩. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি কার রচনা?
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
০৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?
— কার্মসিজম।
০৫. 'পদ্মানদীর মাঝি' কী ধরনের রচনা?
— উপন্যাস।
০৬. 'পুতুল নাচের ইতিকথা'- উপন্যাসটি কার লেখা?
— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
০৭. বিদ্রোহী বালিকা বধু জামিলা কোন উপন্যাসের চরিত্র?
— লাল সানু।

০৮. 'চাঁদের অমাবস্যা' কোন শ্রেণির উপন্যাস?
— মনসমীক্ষামূলক।
০৯. 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য
— গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা।
১০. 'ঠগ-পীরের পানি পড়ায় কী কোন কাম হয়'?-লালসালু উপন্যাসে এ উক্তি কার?
— আক্বাসের।
১১. 'কাঁদো নদী কাঁদো' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?
— উপন্যাস।
১২. 'লাল সালু' উপন্যাসটি কে রচনা করেছেন?
— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
১৩. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির রচয়িতা
— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
১৪. জীবনমুখী সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান-এর আসল নাম কী?
— মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।
১৫. 'আরেক ফাল্লুন', 'বরফগলা নদী', 'হাজার বছর ধরে', উপন্যাসগুলোর রচয়িতা কে?
— মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।
১৬. 'সূর্যদীঘল বাড়ি' কোন প্রকারের গ্রন্থ?
— সামাজিক উপন্যাস।
১৭. 'সূর্যদীঘল বাড়ি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
— আবু ইসহাক।
১৮. 'জোঁক' গল্পের রচয়িতা
— আবু ইসহাক।
১৯. 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'পাদটীকা' 'দেশে বিদেশে'- গ্রন্থগুলোর লেখক কে?
— সৈয়দ মুজতবা আলী
২০. সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' বইটিতে কোন শহরের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে?
— কাবুল।
২১. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কার লেখা?
— তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়।
২২. 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি লিখেছেন
— অদ্বৈত মল্লবর্মণ
২৩. 'সারেং বৌ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
— শহীদুল্লাহ কায়সার
২৪. 'অপু ও দুর্গা' চরিত্র দুটো কোন উপন্যাসের?
— পথের পাঁচালী
২৫. 'আরণ্যক' কার রচনা?
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' একটি
— উপন্যাস
২৭. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?
— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা
— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯. 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?
— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০. 'চাঁদের অমাবস্যা' কী জাতীয় গ্রন্থ?
— উপন্যাস
৩১. 'নয়নচারা' যে শ্রেণির রচনা
— গল্প।
৩২. বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসিক
— প্যারীচাঁদ মিত্র।
৩৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল
— ১৯২৯।
৩৪. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়
— 'অপরাজিত' (১৯৩১) উপন্যাসকে।
৩৫. বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীমূলক রচনা
— তৃণাকুর।
৩৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়
— পূর্বাশা।
৩৭. রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে কাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়
— বুদ্ধদেব বসুকে।
৩৮. সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' ও 'আল মাহমুদের 'উপমহাদেশ'

- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
৩৯. 'নকসী কাঁথার মাঠ' যে জাতীয় কাব্য
— কাহিনীকাব্য।
৪০. 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে' ঘুরেছেন
— জীবনানন্দ দাশ।
৪১. ছাত্র অবস্থায় রচিত যে কবির কবিতা কলকতার পাঠ্যপুস্তকে
অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল
— জসিমউদদীন।
৪২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য
— বীরঙ্গনা কাব্য।
৪৩. 'আরে-হায়াত' গ্রন্থের রচয়িতা
— আবুল মনসুর আহমদ।
৪৪. 'বিলাসে সাড়ে সাতশ' দিন' ভ্রমণকাহিনী কে রচনা করেছেন?
— ধনিতভ্রবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই।
৪৫. পারজ্য প্রতিভা, 'বিদায় হজ্জ' প্রবন্ধের রচয়িতা কে?
— মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ।
৪৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন?
— মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।
৪৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকার নাম
— আঙুর।
৪৮. 'ছাড়পত্র' কবিতাটি কার রচনা?
— সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৪৯. 'আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুসম বসন্ত'- কোন কবি বলেছেন?
— সমর সেন।
৫০. বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত
— সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৫১. 'রূপসী বাংলা' কে রচনা করেন?
— জীবনানন্দ দাশ।

৫২. জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
— বারা পালক।
৫৩. ত্রিশের দশকের সবচেয়ে 'তথাকথিত' কোন গণবিচ্ছিন্ন কবি
এখন বেশি জনপ্রিয়?
— জীবনানন্দ দাশ।
৫৪. জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ কীসের পরিচায়ক?
— স্বদেশপ্রেম ও নিসর্গময়তা।
৫৫. কার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়েছে?
— জীবনানন্দ দাশের।
৫৬. জীবনানন্দ দাশ প্রধানত
— প্রকৃতির কবি।
৫৭. 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি'- কোন কবি এ কথা
বলেছিলেন?
— জীবনানন্দ দাশ।
৫৮. কোন কবিকে 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' বলা হয়?
— ফররুখ আহমদ।
৫৯. বাংলা সাহিত্যের একজন আধুনিক কবি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'এডগার
এলান পো' বিরচিত 'টু হেলেন' কবিতা থেকে কোন কবিতাটি
রচনা করেন?
— বনলতা সেন।
৬০. জীবনানন্দ দাশের জন্ম কত সালে?
— ১৮৯৯
৬১. 'আবার আসিব ফিরে এই ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়'- এই
লাইনটি কোন কবির কবিতায় পাওয়া যায়?
— জীবনানন্দ দাশ